গাংনীতে আওয়ামী লীগ নেতার ইন্তেকাল

কিডনী রোগে আক্রান্ত গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পলাশীপাড়া গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবলুর রহমান (৬০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—রাজিউন)। বাবলু পলাশীপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে। তিনি স্ত্রী,সন্তানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ শনিবার (২৬ নভেম্বর)বিকেল ৫ টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা বাবলু নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি করেন।

পারিবারিক সূত্র জানান, তিনি কিডনীসহ নানা ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রতিনিধি সভা

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মেহেরপুরের কমিউনিটি সেন্টার এই প্রতিনিধি সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ সুমন পারভেজের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আবদুস সবুর আসুদ।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক এ্যাড. সোহরাব হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম সেলিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কৃষক পার্টি কেন্দ্রীয়

কমিটি সিনিয়র সহ-সভাপতি হুমায়ন কবির শাওন, জাতীয় মৎস্যজীবী পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাকী, মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি খিলাফত আলী, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি আরিফ বিল্লাহ, মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ হামিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফারুক মল্লিক, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ খাইরুল বাশার মিঠু, গাংনী পৌরসভা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল্লাহ, গাংনী পৌরসভা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব সাইফুল ইসলাম সহ বিভিন্ন নেতাকর্ম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অটোচালক নিহত

মটার ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে লাভলু হোসেন (৪০) নামের এক অটো চালক নিহত হয়েছেন।

নিহত লাভলু হোসেন গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের নওদা মসজিদ পাড়া এলাকার লালু হোসেনের ছেলে। আজ শনিবার (২৬ নভেম্বর) বিকালের এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) সারগিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, লাভলু হোসেন গোসল করতে গিয়ে পানি না পেয়ে মটার মেরামত করতে যায়। অসাবধানতাবশতঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরের শুন্য রেখায় স্বজনের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তের শুন্য রেখায় বাংলাদেশী স্বজনদেরকে ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ। শনিবার দুপুর ২টার সময় রিখ সীমান্তের মেইন পিলার ১০৫ এর নিকট শুন্যলাইনে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ ভাবে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প কমাণ্ডার শহিদ শেখ ও বিএসএফ এর হৃদয় ক্যাম্প কমাণ্ডার তরুণ কুমার শর্মার নেতৃত্বে উভয় বাহিনীর দুটি টিম এ শুন্য রেখায় উপস্থিত ছিলেন। এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানা হৃদয়পুর গ্রামের সুকৃতি মণ্ডল ৩৫ বছর আগে বিবাহসূত্রে ভারতের হৃদয়পুরে বসবাস করছেন। তিনি দির্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের তার ভাই প্রভুদান হালসোনা স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে আবেদন করেন। বিজিবি আবেদন পেয়ে বিএসএফকে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য পত্র দেয়। উভয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্বন্বয়ে শনিবার দুপুরে শুন্য রেখায় স্বজনদের লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক বলেন, সৃকুতি মণ্ডল আমার ফুফু হন। মৃত্যুর খবর জানতে পেরে আমরা বিজিবির কাছে মরদেহ দেখার আবেদন জানায়। বিজিবি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিএসএফ সাথে সমন্বয় করে মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা উভয়দেশেরে সীমান্তবর্তী বিজিবি ও বিএসফকে ধন্যাবাদ জানান।

সুকৃতি মণ্ডলের বোনের ছেলে ভারতীয় নাগরিক জুম্মত শেখ বলেন, মাসির লাশ তার ভাই বোনদের দেখাতে পেরে আমরা খুবি খুশি।

চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক শাহ মো: ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, দুই দেশের সীমন্তবর্তী মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন, অপরাধ প্রবণতা কমাতে বিজিবি-বিএসএফ এর এ ধরণের মানবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দুদেশের সীমান্তবর্তী মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা কমাসহ পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।

মেহেরপুরে সাংবাদিকের মায়ের মৃত্যু

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনে’র স্টাফ রিপোর্টার শহিদুল ইসলামের মা ও সময় টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার খাদিজা খাতুন স্বপ্নার দাদী জহুরা খাতুন ইন্তেকাল করেছেন।(ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তার স্বামী, এক ছেলে, দুই মেয়ে সহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রয়েছে।

আজ শনিবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জহুরা খাতুন তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেন।

সাংবাদিক শহিদুল ইসলামের মায়ের মৃত্যুতে মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার শোকাহত।

আজ বাদ আসর আমঝুপি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে আমঝুপি উত্তরপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হবে।

শহিদুল ইসলামের মায়ের মৃতুতে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পদাক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কাননসহ সাংবাদিকরা শহিদুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি আমঝুপিতে ছুটে যান।

আজ বাদ আছর জানাযাশেষে আমঝুপি উত্তরপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হবে। সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে অংশগ্রহণ করার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

আগামী মাস থেকে ডলার সংকট দুর হবে — সালমান এফ রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, আমাদের ব্যাংকগুলোতে যে ডলার সংকট আছে আগামি মাস মাস থেকেই সেটা দুর হয়ে যাবে।

যে জিনিসগুলো আমাদের আমদানি করা প্রয়োজন সেগুলো রমজানের আগেই আমদানি করা হবে। রমজানে আমাদের কোনো সমস্যা হবেনা।

আজ শনিবার (২৬ নভেম্বর) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রর্শেন জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি উপস্থিত ছিলেন।

সালমান এফ রহমান আরও বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে। আমদানি করতে গিয়ে আমাদের দেশের উপরেও চাপ পড়েছে। তারপরেও প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায় সরকার দেশের এক কোটি পরিবারকে টিসিবি’র মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য কম মূল্যে আমরা পৌছে দিচ্ছি। আর এই এক কোটি পরিবারের মাধ্যমে ৪ থেকে ৫ কোটি মানুষ সেটি ভোগ করছে। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪/৫ কোটি মানুষকে আমরা সরাসরি এই সহযোগীতা দিলে আর কোনো সমস্যা হবেনা।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশের সব যাায়গাতেই কলকারখানা গড়তে হবে এটা প্রয়োজন নেই। মেহেরপুর জেলাতে বিভিন্ন ফসল ও মাছের চাষ জেলাকে সমৃদ্ধ করছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি জমি নষ্ট করে কলকারখানা গড়ার অনুমতি দিচ্ছেন না। এখন আর কলকারখানা না গড়ে ১০০ টা বিশেষ অর্থনীতিক অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ জমি দিলে এই এলাকায় ফুড প্রসেসিং বা কৃষি ভিত্তিক একটা বিশেষ অর্থনীতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হবে।
পরে তিনি ফিতা কেটে দেশের শীর্ষস্থানীয় বানিজ্যিক ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংকের ১০০০ তম মুজিবনগর উপশাখার উদ্বোধন করেন।

এদিকে স্থল বন্দরের কার্যক্রম শুরু প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের

প্রশ্নের জবাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, স্থলবন্দরের সকল কাজই শুরু হবে। ইতোমধ্যে স্থল বন্দরের গেজেট প্রকাশ ও সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। স্থল বন্দরের জন্য যে রাস্তাগুলো দরকার সেগুলোও শুরু হয়েছে। অল্পদিনেই মধ্যেই আমরা চেক পোস্টের কাজ শুরু করবো। স্থল বন্দরের জন্য যে স্থাপনাগুলো লাগে সেগুলো আগামিতে শুরু হবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মেহেরপুর জেলায় মাটি উর্বর, এখানে সব ধরণের ফসল ও ফল উৎপাদন হয়ে থাকে। এজেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ বাঁধাকপি এখন রপ্তানি করা হচ্ছে। সব ধরণের ফসল ও ফল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশের ১ম স্থানে থাকবে এধরনের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। জেলার ফল ও ফসল রপ্তানি নিয়ে কৃষি মন্ত্রী কাজ করতে চাচ্ছেন। এজন্য সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এই জেলা পরিদর্শন করেছেন। এখানে আগামিতে ফুড প্রসেসিং এর জন্য সরকার সব ধরনের কার্যক্রম হাতে নেবে।

এসময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সদর উজেলার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসসহ ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আজ মুজিবনগর আসছেন সালমান এফ রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এক দিনের সফরে আজ মুজিবনগর আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, সকাল দশটায় সালমান এফ রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মুজিব নগর স্মৃতিসৌধে পুষ্প স্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এরপর দেশের শীর্ষস্থানীয় বানিজ্যিক ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংকের ১০০০ তম সামাজিক শাখার উদ্বোধন করবেন। তারপর মুজিবনগরে প্রশাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সভা শেষে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার এ সফরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য সালমান এফ রহমান ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেক্সিমকো গ্রুপ দেশের বেসরকারি খাতের বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবসা শুরু এবং সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দেশে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক এবি ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

সালমান এফ রহমান ১৯৫১ সালের ২৩ মে রাজধানী ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার শাইনপুকুর গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম ফজলুর রহমান ছিলেন খ্যাতিমান আইনজীবী।তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী,শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টের চিফ হুইপ ছিলেন।পরবর্তীসময়ে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন।তিনি ১৯৪৭-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তদানিন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার সদস্য হিসেবে শিক্ষা ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর মাতা সৈয়দা ফাতিনা রহমান কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জঙ্গল বাড়ির সৈয়দ বংশের জমিদার সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহর কন্যা।সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহ হযরত শাহজালাল (রঃ) – এর সিলেট বিজয়ের প্রধান সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের বংশধর ছিলেন।সৈয়দা ফাতিনা রহমান মাতৃসূত্রে নবাব আব্দুল লতিফ, নবাব সৈয়দ মুহম্মদ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বংশধর ছিলেন।তিনি উপমহাদেশের অন্যতম প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে স্বর্ণপদকসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং লেডি ব্রেবুন কলেজে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।কর্মজীবনে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রুবাবা রহমান এবং একমাত্র ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান।
সালমান এফ রহমান ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন।

সালমান এফ রহমান ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝিতে পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে তিনি ও তাঁর বড় ভাই সোহেল ফাসিউর রহমান মিলে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড (বেক্সিমকো) নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইউরোপের বাজারে সামুদ্রিক খাবার এবং হাড়চূর্ণ রপ্তানি শুরু করেন। এসব পণ্য রপ্তানীর বিনিময়ে তাঁরা ইউরোপ থেকে মানসম্পন্ন ঔষধ আমদানি করতেন।

বছরের পর বছর ধরে সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে বেক্সিমকো গ্রুপ ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের বেসরকারী খাতে অন্যতম সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি টেক্সটাইল, ঔষধশিল্প, সামুদ্রিক খাবার, আবাসন, কনস্ট্রাকশন, তথ্য ও প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, সিরামিকস্, আর্থিক সেবা এবং জ্বালানী সহ বিবিধ খাতে ব্যবসা পরিচালনা করছে। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর অল্টারনেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট মার্কেট-এ তালিকাভুক্ত প্রথম বাংলাদেশী কোম্পানি । এছাড়াও বেক্সিমকো বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের সর্ববৃহৎ নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৬০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান করেছে।

সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ়ব্যক্তিত্বের অধিকারী সালমান এফ রহমান শুধুমাত্র বেক্সিমকো গ্রুপের বৃদ্ধি ও প্রসারই নিশ্চিত করেননি, একই সাথে তিনি সফল ভাবে বাংলাদেশের ব্যবসা খাতে উন্নয়ন এবং গতিশীলতা এনেছেন। স্বাধীনতার পরপর দেশের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।সালমান এফ রহমান দেশের বেসরকারী খাতের প্রণোদনায় নিয়োজিত শীর্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান। এছাড়াও তিনি ২৪ ঘন্টা সংবাদ-ভিত্তিক চ্যনেল ‘ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন’ এর চেয়ারম্যান।

তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল, সার্ক অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংস্থা ‘সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ’, ব্যবসায়ীদের শীর্ষসংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ-এর সভাপতি হিসেবে কাজ করেছিলেন।সালমান এফ রহমান “প্রয়াস” এর একজন পৃষ্ঠপোষক। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ শিশুদের উন্নয়ন ও সহায়তা নিয়ে কাজ করে। শিশুদের বিশেষায়িত শিক্ষা, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল পরীক্ষণ ও

চিকিৎসা, বিনোদন, সহপাঠ্যক্রম সহ সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। এ ছাড়াও প্রয়াস -শিক্ষক, শিশুদের বাবা-মা কেও প্রশিক্ষণ ও সমন্বিত সেবা প্রদান করে থাকে দেশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রগতির পথে পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরির উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন সালমান এফ রহমান।

এলক্ষ্যে তিনি তার এলাকা দোহার ও নবাবগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অনবরত অবদান রেখে চলছেন। এর মধ্যে তাসুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, পদ্মা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজের জন্য তার সহায়তা ও আর্থিক অনুদান উল্লেখযোগ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক কম্পিউটার শিক্ষাকে সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তিনি দোহারের সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের শিক্ষামূলক উন্নয়নের জন্য গণ সাহায্য সংস্থা (জিএসএস) এর মাধ্যমে দাতব্য কাজে অবদান রেখে চলেছেন। ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নের স্বার্থে ২০০৬ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে বার্ষিক অনুদান দিয়ে আসছেন।

সালমান এফ রহমান একজন বিশিষ্ট ক্রীড়া অনুরাগী। তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান, খেলোয়াড়, এবং দলের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বাংলাদেশের খেলাধুলার উন্নয়নে উল্ল্যেখযোগ্য অবদান রাখছেন। বেক্সিমকো গ্রুপ ২০১১ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অফিসিয়াল পৃষ্ঠপোষক ছিল। এছাড়া তিনি ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনা ও নাইজেরিয়ার মধ্যকার আন্তর্জাতিক ফিফা প্রীতি ম্যাচের আয়োজন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন ।

দেশের শীর্ষস্থানীয় স্পোর্টিং ক্লাব ‘আবাহনী লিঃ’–এর চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। এই ক্লাবটি তাঁর কাছে বিশেষ আবেগ অনুভূতির জায়গা। ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল। শেখ কামাল ছিলেন সালমান এফ রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইল, সিরামিকস, সিনথেটিকস, জুট, রিয়েল অ্যাস্টেট, প্রোকৌশল, মেরিন ফুড, আইটি, অ্যাভিয়েশন, অ্যানার্জি, জ্বালানি, মিডিয়া, টিভি চ্যানেল, টেলিকমিউনিকেশন সহ বিভিন্ন খাতে ৩৯ টি পাবলিক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানিসমূহ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ৭০ হাজার

লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।এসব কোম্পানির উৎপাদিত বিশ্বমানসম্পন্ন উচ্চমানের পন্য রপ্তানির মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে মর্যাদার অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এর মধ্যে দিয়ে দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

বিনামূল্যে ঔষধ ও পোশাক বিতরণ তাঁর নিয়মিত দাতব্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। দোহারের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তিনি ২৪০টিরও বেশি আর্সেনিক মুক্ত টিউব ওয়েল স্থাপন করেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেন যার মাধ্যমে ১৬ জন ডাক্তার নিয়মিতভাবে চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রদান করছেন।

বিজয়ের মাসের প্রাক্কালে তাঁর মুজিবনগর সফর বিশেষ বার্তা দিবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে সভাপতিসহ ১২টি পদে বিজয়ী হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকসহ ৩টি পদে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী ফোরাম থেকে।

সভাপতি পদে বিএনপি সমর্থিত কামরুল ইসলাম ৬১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ সমর্থিত মিয়াজান আলী ৪৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) ৫৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী বিএনপি সমর্থিত এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক ৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক অ্যাড. বিমল কুমার বিশ্বাস ফলাফল ঘোষনা করেন। এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাড. সুজন কুমার মণ্ডল ও শফিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য পদের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত সহসভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম ৬০ ভোট, হাসান মাহাবুবুর রহমান মুকুল ৫৩ ভোট, যুগ্ম সম্পাদক পদে রফিকুল ইসলাম-২ ৬২ ভোট, কোষাধাক্ষ পদে এহান উদ্দিন মনা ৫৪ ভোট, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম সাহেব ৫৯ ভোট, সদস্য পদে মখলেছুর রহমান খান স্বপন ৬৬ ভোট, সেলিম রেজা ৫৫ ভোট, শফিবুল আযম খান বকুল ৬১ ভোট, সেলিম রেজা গাজী ৬০ ভোট, খুরশিদা খাতুন ৫৪ ভোট ও সেলিম রেজা কল্লোল ৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত যুগ্ম সম্পাদক পদে কে এম নুরুল ইসলাম রঞ্জু ৫২ ভোট, ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক ৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে, সকাল ৯টায় নির্বাচন শুরু হয়ে দুপুরে মধ্যহৃ ভোজ ও নামাযের বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি পদের বিপরীতে দুটি প্যানেলে ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন। ১২৬ জন ভোটারের মধ্যে ১১১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচন উপলক্ষে আইনজীবী ভবন প্রাঙ্গনে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরে ওএমএসে চাল-আটা বিক্রি; রাতভর লাইনে থেকেও ফিরে যাচ্ছেন অনেকে

পৌর এলাকার ৯টি ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্র চত্বরে রাত ১০টা থেকে পরের দিনের ওএমএসের চাল আটা নিতে দুস্থ পরিবারের নারী পুরুষ লাইনে দাঁড়ায়। মেহেরপুর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের ওএমএস ডিলার নীলমনি হল সড়কের আক্তারুজ্জামান সুমন। রোববার রাত ৩টায় সুমনের বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে রোববার রাত ৩টায় অর্ধশত নারীকে শীতে জবু

থবু হয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাদের অবস্থানের দৃশ্যধারণ করলে দু‘জন মহিলা তেড়ে আসে ছবি তোলার প্রতিবাদ জানিয়ে।

এসময় আমার পক্ষ নিয়ে ওই মহিলাদের রুখে দিয়ে এক যুবতী বলেন- ‘মশার কামড় খেয়ে শীতে সারারাত বসে থাকছি লাইনের চাল কিনতে। তাতে আমাদের মান সম্মান যাচ্ছেনা। সাংবাদিকদের কাজ সাংবাদিকরা করুক। সাংবাদিকরাতো জেগে থাকে আমাদের জন্যই’। সাথে সাথে থেমে গেল দৃশ্য ধারণের প্রতিবাদ। মনে মনে কুর্ণিশ জানালাম ওই সাহসি যুবতীকে।

ওএমএসের চাল-আটা পেতে ভোক্তারা মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি আক্রান্ত হবার আশংকা উপেক্ষা করে সারারাত ডিলারের পয়েন্টে অবস্থান করেও চাল আটা পাচ্ছেনা। খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছেন অনেক নারী পুরুষ। অনেকে সারারাত খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করায় ঠান্ডজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রেশনিং কার্ড পদ্ধতিতে জেলার প্রতিটি মানুষের জন্য ক, খ ও গ শেণিতে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস চাল আটা দেবার বাদি সব শ্রেণির মানুষের।
দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানুষেরা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মিলছে না কিছুতেই। মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয় সেজন্য সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ওএমএসের বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে সুলভ মূল্যে চাল ও আটা বিক্রি করছে। সপ্তাহের রোববার থেকে বৃহস্পতিবার এই পাঁচদিন ওএমএস ডিলার পয়েন্টে সুলভ মূল্যে চাল আটা বিক্রি করা হয়। তবে তা চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল বলছেন ভোক্তাসহ সব শ্রেণির মানুষ। খোলা বাজারে মোটা চালের কেজি ৬০ টাকা। সে চাল খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএসের (ওপেন মার্কেট সেল) মাধ্যমে ৩০ টাকায় কেনা যায় বলে লাইন দির্ঘ হচ্ছে। অন্যদিকে বাজারে আটার কেজি ৭৫ টাকা। লাইনে ১৮ টাকা কেজি পাওয়া যায়। তাও দুদিন আগে কেজিতে ৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এখন লাইনে কিনতে হচ্ছে ২৪ টাকা কেজি দামে। তাও প্রতি ডিলার চাহিদার চাল আটা দিতে পারছেনা।

ওএমএসর ডিলারদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে সরেজমিন রোববার সারারাত ঘুরে দেখা গেছে রাত ৯টা থেকে মানুষ অবস্থান নিচ্ছে চাল আটা পাবার জন্য। যদিও পরের দিন সকাল ৯টায় চাল-আটা দেওয়া শুরুর সময়। রাত ৯টায় মেহেরপুর জেলা শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার ফারুক

হোসেনের বিক্রয় কেন্দ্রের নিকট দেখা যায় খোলা আকাশের নিচে একটি গাছের গোড়ায় সিমেন্টের খালি বস্তা পেড়ে খন্ড খন্ড হয়ে শুয়ে বসে আছে অনেক নারী। রেহেনা খাতুন নামে মধ্য বয়সী এক মহিলা জানান-সারারাত তারা ৩ কেজি আটা অথবা ৫ কেজি চালের জন্য অপেক্ষা করবেন। সকাল ৯টায় তাদের চাল আটা দেয়া হবে। রাত ১২টার মধ্যে শতাধিক নারী চলে আসবে এই চাল আটা নিতে। যারা সকালে আসবেন তারা নিশ্চিত নন চাল আটা পাবার বিষয়ে।।

মধ্যরাতে এসে লাইনে জায়গা না পেয়ে অনেকেই খালি হাতেই বাড়ি ফিরছেন। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে রাত ৩টায় আসেন মাসুরা খাতুন নামের শহরের মাঠ পাড়ার এক মহিলা। লম্বা লাইন দেখে ক্ষোভ ঝাড়তে ঝাড়তে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেখা গেল। ভিড় দেখেও অনেকে থেকে যাচ্ছে যদি অবস্থান করে চাল আটা মেলে আশায়। কিন্তু মিলছেনা।

শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টুর বিক্রয় কেন্দ্রে সোমবার সকাল ৮টায় গিয়ে দেখা যায়- ওএমএসের চাল ও আটা কিনতে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। সকলের চোখে মুখে সারারাত জাগার ক্লান্তির ছাপ। তাদের কেউ কেউ রোববার দিবাগত রাত ৯টা থেকে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেখান থেকে চাল ও আটা কেনা রুপালী বেগম জানান- তিনি বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন। তাকে রাত ৯টায় লাইনে পাঠানো হয় ওই বাসাবাড়ি থেকে। যখন তিনি আসেন তখন তার সামনে জনা কুড়ি নারী পুরুষ ছিলো। তিনি বলেন- সারারাত ঘুমহীন লাইনে থেকে বাসাবাড়িতে কাজ করতে কষ্ট হয়। তিনি আরও জানান- বাজার থেকে ৫ কেজি চাল আর ৫ কেজি আটা কিনতে যে টাকা লাগে তার থেকে ওএমএস কেনায় সাশ্রয় হয় অর্ধেক। তিনি যে বাসাবাড়িতে থাকেন তিনি মধ্যম আয়ের সম্ভ্রান্ত মানুষ বলে জানান।
বাজারে নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষ একটু কম দামে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি থেকে চাল ও আটা কিনছিলেন। সাধারণ মানুষের কম দামে আটা কেনার সেই সুযোগও এখন সংকুচিত হয়ে আসছে। কারণ, ওএমএসের আটার দাম কেজিতে ৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

লাইনে থেকেও চাল না পাওয়া এক রিকশাচালক জানান, শুধু শহরের নয়, গ্রাম থেকেও এখানে ওএমএসের চাল-আটা নিতে আসছে মানুষ। বিশেষ করে গত এক মাস থেকে নতুন নতুন মুখ আসছে। এখন গ্রাম পর্যায়েও খোলাবাজারে চাল-আটা বিক্রি করা দরকার।

সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন- শুধু নিম্ন

আয়ের নয় মধ্যম ও উচ্চ মধ্যম শ্রেনির মানুষেরও ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। এজন্য ক, খ ও গ শ্রেনির কার্ডের মাধ্যমে রেশনিং পদ্ধতিতে চাল, ডাল, আটা, চিনি দেয়া উচিৎ। এই কর্মকর্তা আরও বলেছেন- অনেক পরিবারে অভাব থাকলেও তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ওএমএস সুবিধা নিতে পারছে না।

জানতে চাইলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু জানান- ‘আমরা ২০০ জনকে দিতে পারি, কিন্তু মানুষ আসেন তিন শর বেশি। সরকারিভাবে যে চাল বরাদ্ধ পাওয়া যায় ৫ কেজি করে ১১১ জনকে দেয়া যায়। আটার চাহিদা বেশী থাকার কারনে ৫ কেজির স্থলে ৩ কেজি করে ১৮৫ জনের কাছে বিক্রি করা হয়। এক মাস ধরে অনেক নতুন মুখের মানুষ আসছেন, যারা কখনও চালের জন্য শহরে আসেননি। এই কারণেই অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়েও চাল আটা পাচ্ছেনা।’

মেহেরপুর কারাগারের আসামির মৃত্যু

মেহেরপুর কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মো. মুনসুর আলী (৫১) নামের এক কয়েদিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর কারাগার থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মেহেরপুর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মকলেছুর রহমান জানান, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডা জনিত রোগ নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিছুটা সুস্থ্যও হয়ে উঠেছিল রোগী। হঠাৎ তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ধারণা করা হচ্ছে তার হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো।।
মেহেরপুর জেলখানার জেলার মোঃ মখলেছুর রহমান জানান, গত ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার তাকে নরশিংদী জেলখানা থেকে মেহেরপুর কোর্টের একটি মামলায় মেহেরপুর জেলখানাতে নিয়ে আসে। আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি। রাত সাড়ে

৮ টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুনসুর আলী নরসিংদী জেলার রাইপুর উপজেলা শহরের সনু মিয়ার ছেলে। মেহেরপুর কোর্টে তার নামে প্রতারনার অভিযোগে ৪২০ ধারায় একটি মামলা রয়েছে। আগামী রবিবার সে মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।